কমরেড সাইবাবার স্মৃতিতে: বিপ্লবের অগ্নিশিখা যা কখনো নেভানো যাবে না

"Because I love so much
The sounds of growing grass."

গত ১২ অক্টোবর ২০২৪, গণআন্দোলনের কর্মী ও বিপ্লবী কবি, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কমরেড জিএন সাইবাবা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কিন্তু ৫৭ বছর বয়সী এই অধ্যাপকের মৃত্যু মোটেই স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। মাওবাদী সন্দেহে "রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" চালানোর মত গুরুগম্ভীর অথচ তথ্য প্রমাণহীন অভিযোগের ভিত্তিতে দীর্ঘ দশ বছর, কার্যত বিনা চিকিৎসায় কারাবন্দী রাখা হয় তাঁকে। বন্দী অবস্থায়, সুচিকিৎসার অভাবে, অধ্যাপক জি এন সাইবাবার শারীরিক অবনতির কথা প্রকাশ্যে এলেও অগণতান্ত্রিকভাবে তার পরিবারের লোক এমনকি উকিলের সাথেও সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয়নি তাকে।

জিএন সাইবাবা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের, রামলাল আনন্দ কলেজে শিক্ষকতার পাশাপাশি আজীবন দেশের নিপীড়িত জনগণের অধিকারের প্রশ্নে লড়াই করে গেছেন। ৫ বছর বয়স থেকেই পোলিও আক্রান্ত হয়ে তার শরীরের ৯০%ই কর্মক্ষমতা হারায়। কিন্তু তাঁর শারীরিক অক্ষমতা কোনোদিনই তাঁর রাজনৈতিক চেতনা এবং গণআন্দোলনে তাঁর ভূমিকার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ছাত্র জীবনেই একাধারে গদর এর মতো বিপ্লবী শিল্পী ও অন্য দিকে বিপ্লবী ছাত্র রাজনীতির প্রভাবে সাইবাবার ছাত্র সংগ্রামে প্রবেশ। নব্বইয়ের দশকে তিনি All India People's Resistance Forum এর সদস্য হন। দেশের মধ্যে ঘটে চলা একের পর এক সাম্রাজ্যবাদী জনবিরোধী প্রকল্প ও তা বাস্তবায়নে সংগঠিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লাগাতার সওয়াল করে গেছেন তিনি। আদিবাসীদের জল জঙ্গল জমি থেকে উৎখাত করতে রতন টাটার মতো শিল্পপতি এবং ভারত সরকারের যৌথ উদ্যোগে তৈরি সালওয়া জুডুম বাহিনীর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লাগাতার গণতান্ত্রিক লড়াই চালিয়ে গেছেন। দমনমূলক আইন (POTA, AFSPA, UAPA ইত্যাদি) ও রাজনৈতিক বন্দীদের বিনা বিচারে অন্যায়ভাবে আটক করে রাখার বিরুদ্ধে সওয়াল করে গেছেন। তার বিপ্লবী চেতনাকে দমন করতে না পেরে ভারত রাষ্ট্র বাধ্য হয় তাকে জেলবন্দি করতে; ২০১৪ সালের ৯ই মে তাকে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) র ফ্রন্টাল অর্গানাইজেশন Revolutionary Democratic Front এর সদস্য হিসেবে গ্রেফতার করা হয়। তার শারীরিক দূরাবস্থার কথা উপেক্ষা করেই জেলের মধ্যে অমানবিক পরিস্থিতিতে তাকে “আন্ডা সেল”এ বন্দি রাখা হয়। শারীরিক অবনতি সত্ত্বেও সরকার ও জেল কর্তৃপক্ষ নূন্যতম চিকিৎসা প্রদান করেনি।

সাঁইবাবার অপরাধ সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম নয়, ছিল প্রতিরোধ - তিনি আজীবন কন্ঠহীনদের জন্য, সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে পদদলিত মানুষের জন্য লড়াই করেছিলেন। তার বিপ্লবী চেতনা প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণীর জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল - সহিংসতা, অসমতা এবং অবিচারের উপর বিকশিত একটি ব্যবস্থার জন্য ক্ষতিকারক। তাই এই রাষ্ট্রের আদালত বলেছিল যে এমন কেসে, মস্তিষ্ক, দৈহিক শক্তির তুলনায় অনেক বেশি ভয়ংকর। অর্থাৎ সাইবাবা যে বিপ্লবী চেতনার ধারক ও বাহক ছিলেন, সেই মাওবাদী দর্শনই শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, ছোট মাঝারি ব্যবসায়ীদের শ্রম, সম্পদ লুট করে তৈরী শাসক শ্রেণীর তাসের ঘর কে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল। তাই বিচারের নামে তামাশাও ঠিক ততদিন চলল যতদিন পর্যন্ত, সুচিকিৎসার অভাবে, তীলে তীলে তাঁর মস্তিস্ককেও থামিয়ে না দেওয়া যায়।

মিথ্যা অভিযোগে জেলবন্দি করা এবং অমানুষিক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে রাজবন্দীদের ধীরে ধীরে খুন করা ফ্যাসিবাদী ভারত রাষ্ট্রের অতি পরিচিত মডাস অপারেন্ডি। কমরেড স্বপন দাশগুপ্ত, হিমাদ্রী রায়, সুদীপ চোংদার থেকে শুরু করে কমরেড পতীত পবন হালদার, একইভাবে চিকিৎসার অভাবে, নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করা হয়েছে একের পর এক গণআন্দোলনের কর্মীদের। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, লালগড় আন্দোলনে বন্দী রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তির আশ্বাস দিয়ে ক্ষমতায় আসা তৃণমূল সরকার, জঙ্গলমহলের রাজনৈতিক কর্মী কমরেড বুদ্ধেশ্বর মাহাতোকেও (আপাতত মেডিকেল বেইলে মুক্ত) দীর্ঘদিন বিনা বিচারে, বিনা চিকিৎসায় জেলবন্দী রাখার ফলে আজ তার দুটো কিডনিই অচল। প্রায় এক দশকেরও বেশি বিনাবিচারে জেলবন্দী রাখার পর মিথ্যা প্রমাণ পেশ করে শিলদা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে তাকে।

সাইবাবার হত্যা আবারও প্রমাণ করলো যে রাষ্ট্র বিপ্লবীদেরকে অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে বেশি ভয় পায়। এটি তাদের সকলের জন্য একটি নৃশংস সতর্কবাণী যারা এর আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার সাহস করে, তবে এটি যুদ্ধের আহ্বানও বটে। এই ব্যবস্থা সাইবাবার জীবন কেড়ে নিতে পারে, কিন্তু তারা কখনই তার চেতনাকে কাবু করতে পারেনি। তার মৃত্যু অবশ্যই এই অত্যাচারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে ইন্ধন জোগাবে, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার এবং সমস্ত নিপীড়িত

মানুষের মুক্তির লড়াইকে তীব্র করবে। সমস্ত শারিরীক বাধাকে উপেক্ষা করে নিরলস সংগ্রাম, জনগণের স্বার্থে, রাষ্ট্রীয় শোষণের বিরুদ্ধে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেওয়ার এই সংগ্রাম চিরকাল ভারত তথা পৃথিবী জুড়ে গণআন্দোলন, বন্দী মুক্তির আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গকে দাবানলের চেহারা দিয়ে যাবে।

কমরেড জিএন সাইবাবা-কে জানাই লাখো লাখো লাল সেলাম!

বিপ্লবী ছাত্র ফ্রন্টের
14/10/2024